দানিয়েলের গ্রন্থ - নম্বর একশ চৌদ্দ

শেষ প্রজন্ম: ইজেকিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তির উন্মোচন এবং ১,৪৪,০০০ জনের সীলকরণ

Jeff Pippenger
2024-03-03

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় হায়-এর আগমন প্রত্যক্ষ করেছিল যে প্রজন্ম, সেটাই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ প্রজন্ম। এই সত্যকে নিশ্চিত করে এমন ইজেকিয়েলের অংশটিকে মিলারাইটরা দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের সঙ্গে, এবং সেই সূত্রে হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সঙ্গেও, সরাসরি সংযুক্ত বলে বুঝেছিল। সেই ইতিহাসে, হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে দর্শনটি 'আর দেরি করবে না', এবং যা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ পূরণ হয়েছিল, তা যুক্তরাষ্ট্রের শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইনকে পূর্বচিহ্ন দিয়েছিল। কিন্তু যে দর্শন আর দীর্ঘায়িত হবে না বলে ইজেকিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী, তা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর দেওয়ার ইতিহাসে সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয়েছে, যা তৃতীয় হায়-এর আগমনের সঙ্গে, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ, শুরু হয়েছিল।

> আর প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তিনি বললেন, হে মানবপুত্র, ইস্রায়েলের দেশে তোমাদের যে প্রবাদ আছে, তা কী, যা বলে, 'দিনগুলো দীর্ঘায়িত হচ্ছে, আর প্রত্যেক দর্শন ব্যর্থ হয়'? সুতরাং তাদের বল, প্রভু ঈশ্বর এ কথা বলেন: আমি এই প্রবাদটিকে নিবৃত্ত করব, এবং তারা আর ইস্রায়েলে এটিকে প্রবাদরূপে ব্যবহার করবে না; বরং তাদের বল, দিনগুলো নিকটে, এবং প্রত্যেক দর্শনের পরিণামও। কারণ ইস্রায়েলের গৃহের মধ্যে আর কোনো নিরর্থক দর্শন বা চাটুকারিতাপূর্ণ জাদুবিদ্যা থাকবে না। কারণ আমি প্রভু: আমি কথা বলব, এবং আমি যে বাক্য বলব তা সিদ্ধ হবে; তা আর বিলম্বিত হবে না: কেননা তোমাদের দিনেই, হে বিদ্রোহী গৃহ, আমি বাক্য বলব এবং তা কার্যকর করব, প্রভু ঈশ্বরের উক্তি। আবার প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, তিনি বললেন, হে মানবপুত্র, দেখ, ইস্রায়েলের গৃহের লোকেরা বলে, 'সে যে দর্শন দেখে, তা বহু দিনের পরের জন্য, এবং সে দূর দিনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে।' অতএব তাদের বল, প্রভু ঈশ্বর এ কথা বলেন: আমার কোনো বাক্য আর বিলম্বিত হবে না; কিন্তু আমি যে বাক্য বলেছি তা সম্পন্ন হবে, প্রভু ঈশ্বরের উক্তি। ইজেকিয়েল ১২:২১-২৮।

সমস্ত নবী অন্তিম দিনগুলোর কথা বলেন, এবং 'ইস্রায়েলের গৃহের মধ্যে' যে 'নিরর্থক দর্শন' ও 'চাটুকার ভাগ্য-গণনা' রয়েছে, তা হলো নকল শেষের বৃষ্টি, একটি 'শান্তি ও নিরাপত্তা'র বার্তা, যা যুক্তি দিয়ে যে, 'সে যে দর্শন দেখে তা অনেক দিনের জন্য, এবং সে দূর ভবিষ্যতের সময়সমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে।' এটিই হাবাকুকের 'বিতর্ক', কারণ যারা 'নিরর্থক দর্শন' উপস্থাপন করে, তারা 'সে যে দর্শন দেখে' তার বিরুদ্ধেই তর্ক করে। তারা দাবি করে, 'সে যে দর্শন দেখে তা অনেক দিনের জন্য, এবং সে দূর ভবিষ্যতের সময়সমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে।' 'শান্তি ও নিরাপত্তা'র বার্তার বার্তাবাহকেরা দাবি করে, 'দিনগুলি দীর্ঘায়িত হয়েছে, এবং প্রত্যেক দর্শন ব্যর্থ হয়'; শেষ পর্যন্ত, সে কি ১৮ জুলাই, ২০২০-এর ভবিষ্যদ্বাণী করেনি? 'নিরর্থক দর্শন'-এর বার্তাবাহকদেরও এই অধ্যায়ের প্রথম দুই পদে ইজেকিয়েল চিহ্নিত করেছেন।

> প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এল, এই বলে, "মানবপুত্র, তুমি এক বিদ্রোহী গৃহের মাঝখানে বাস কর; তাদের চোখ আছে দেখতে, তবু তারা দেখে না; তাদের কান আছে শুনতে, তবু তারা শোনে না; কারণ তারা এক বিদ্রোহী গৃহ।" ইজকেয়িলে ১২:১, ২।

নবীগণ সবাই পরস্পরের সঙ্গে একমত, এবং সবাই শেষদিনসমূহ সম্পর্কে কথা বলেন; আর তাঁর সেবাকার্যের ইতিহাসে খ্রিস্ট যখন তর্কপ্রবণ ইহুদিদের সম্বোধন করছিলেন, তখন তিনি যিশাইয়াকে উদ্ধৃত করছিলেন, ঈশ্বর থেকে তখন বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছিল এমন তর্কপ্রবণ ইহুদিদের চিহ্নিত করতে—যাদের চোখ আছে, তবু দেখে না; কান আছে, তবু শোনে না। এখন যেমন তখনও, ইজকেয়িলে লাওদিকিয়ার অ্যাডভেন্টবাদের বিদ্রূপকারী লোকদের—আমাদের দিনের তর্কপ্রবণ ইহুদিদের—সম্বোধন করছেন, যারা অন্তিম বর্ষণের বার্তার বিরোধিতায় 'শান্তি ও নিরাপত্তা'র বার্তা উপস্থাপন করে। যিশু তাঁর বাক্যে তিনি যে বিধি স্থাপন করছিলেন, তার দ্বারাই পরিচালিত ছিলেন; তাই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও শেষদিনসমূহকে আরও নির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করে, সেই দিনগুলোর তুলনায় যেদিন তিনি তর্কপ্রবণ ইহুদিদের সম্বোধন করছিলেন।

> অতএব আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তে কথা বলি, কারণ তারা দেখে তবু দেখে না; আর শোনে তবু শোনে না, এবং বোঝেও না। আর তাদের মধ্যে যিশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমরা শুনতে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; আর দেখতে দেখবে, কিন্তু অনুধাবন করবে না। কারণ এই লোকদের হৃদয় স্থূল হয়েছে, তাদের কান শুনতে ভোঁতা হয়ে গেছে, আর তারা তাদের চোখ বন্ধ করে দিয়েছে; যাতে তারা কোনো সময় তাদের চোখে না দেখে, কানে না শোনে, হৃদয়ে না বোঝে, আর ফিরে না আসে, এবং আমি তাদের আরোগ্য না করি।' কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলছি, অনেক নবী ও ধার্মিক লোক সেই বিষয়গুলো দেখতে চেয়েছিলেন, যা তোমরা দেখছ, কিন্তু দেখেননি; আর যে বিষয়গুলো তোমরা শুনছ, সেগুলো শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শোনেননি। মথি ১৩:১৩-১৭।

শোনে, তবু শোনে না; দেখে, তবু দেখে না—এমন এক জনগোষ্ঠীর এই লক্ষণটি হলো ঈশ্বরের পূর্বতন জাতির বৈশিষ্ট্য, যাদের ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঐ ভাববাদী ঘটনাটি এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীরই পরিপূর্তি। অন্যান্য সব ভাববাদীর মতো, ইশাইয়াও খ্রিস্টের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অন্তিম দিনসমূহের কথা বলছেন।

> রাজা উজ্জিয়ার মৃত্যুবর্ষে আমি প্রভুকে দেখিলাম—তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, উচ্চ ও উন্নত, এবং তাঁর পোশাকের ঘের মন্দির পূর্ণ করিল। তাঁর উপরে সেরাফিমগণ দাঁড়াইয়া ছিল; প্রত্যেকের ছয়টি ডানা ছিল—দুই দিয়ে তারা নিজেদের মুখ ঢাকিত, দুই দিয়ে নিজেদের পা ঢাকিত, আর দুই দিয়ে তারা উড়িত। এবং একে অপরের প্রতি ডাকিয়া বলিত, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সেনাবাহিনীর প্রভু; সমুদয় পৃথিবী তাঁর মহিমায় পূর্ণ।' যে চিৎকার করিতেছিল, তার শব্দে দরজার স্তম্ভগুলি কাঁপিল, এবং গৃহ ধোঁয়ায় পূর্ণ হইল। তখন আমি বলিলাম, 'হায়, আমার সর্বনাশ! আমি নাশপ্রাপ্ত; কারণ আমি অপবিত্র ঠোঁটের মানুষ, এবং আমি অপবিত্র ঠোঁটের লোকদের মধ্যে বাস করি; কারণ আমার চক্ষু রাজা, সেনাবাহিনীর প্রভুকে, দেখিয়াছে।' তখন সেরাফিমগণের একজন আমার দিকে উড়িয়া আসিল; তার হাতে এক জ্বলন্ত অঙ্গার, যা সে বেদি হইতে চিমটা দ্বারা লইয়াছিল। এবং সে তাহা আমার মুখে স্পর্শ করিয়া বলিল, 'দেখ, ইহা তোমার ঠোঁট স্পর্শ করিল; তোমার অপরাধ মোচন হইল, এবং তোমার পাপ প্রায়শ্চিত্ত হইল।' আর আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনিলাম; তিনি বলিতেছিলেন, 'আমি কাহাকে পাঠাইব, এবং আমাদের পক্ষ হইতে কে

> যাইবে?’ তখন আমি বলিলাম, ‘আমি আছি; আমাকে পাঠান।’ তিনি বলিলেন, ‘যাও, এই জাতিকে বল, শুনিবে তো শুনিবে, কিন্তু বুঝিবে না; দেখিবে তো দেখিবে, কিন্তু উপলব্ধি করিবে না। এই জাতির হৃদয় অসাড় করো, তাদের কান ভারী করো, এবং তাদের চোখ বন্ধ করো; পাছে তারা তাদের চোখে দেখে, তাদের কানে শোনে, তাদের হৃদয়ে বোঝে, তারপর মন ফেরায় এবং আরোগ্য লাভ করে।’ ইশাইয়া ৬:১-১০।

যিশাইয়, ইজেকিয়েল এবং খ্রিস্ট—তাঁরা সবাই শেষ কালে, পরবর্তী বর্ষার সময়, যখন পরবর্তী বর্ষার সত্য ও মিথ্যা বার্তা নিয়ে বিতর্ক চলছে, হাবাকুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিপূর্ণতায়, যারা মোহরিত হচ্ছেন তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। যীশুর মতে, যখন এটি পরিপূর্ণ হয় সেই সময়ে ধার্মিকেরা দৃষ্টান্তসমূহকে "দেখছে", যা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক। "জ্ঞানীরা" পরবর্তী বর্ষার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তা বুঝছে, কিন্তু কুতর্ককারী ইহুদিদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারীরা দেখে না বা শোনে না; এবং ইজেকিয়েলের মতে তারা একটি "শান্তি ও নিরাপত্তা"র বার্তা উপস্থাপন করে, যুক্তি দিয়ে যে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পরিপূর্ণতা দূর ভবিষ্যতে। তারা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অস্বীকার করে না; কুতর্ককারী ইহুদিরা আগত মশীহের ভবিষ্যদ্বাণীকে মুখে মুখে মান্যতাও দিয়েছিল; কিন্তু তারা ঘটনাটিকে কেবল দূর ভবিষ্যতে ঠেলে দিয়েছিল। তবু যীশু তাদের উপর আশীর্বাদ ঘোষণা করেছিলেন, যারা তাদের সময়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তাকে "দেখবে"।

খ্রিস্টের সময়ে সেটিই ছিল সেই বার্তা, যা তাঁর বাপ্তিস্মের সময় এসে পৌঁছেছিল, যখন পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হলেন। তাঁর বাপ্তিস্মে পবিত্র আত্মার অবতরণটি ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ের স্বর্গদূতের অবতরণের পূর্বরূপ ছিল। ঐ দুটি ইতিহাসেই ঐশ্বরিক অবতরণ সেই যুগের বর্তমান সত্যের বার্তার আগমনকে চিহ্নিত করেছিল; যীশুর ক্ষেত্রে তা ছিল তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বার্তা, যা তাঁর বাপ্তিস্ম দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। মিলারাইটদের ক্ষেত্রে তা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় ‘হায়’-সংক্রান্ত ইসলামের বার্তা, যা সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর পরীক্ষার বার্তাকে নিশ্চিত করেছিল। ঐ দুই ইতিহাসই ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ‘শেষ বৃষ্টি’র পরীক্ষার বার্তার আগমনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কারণেই সিস্টার হোয়াইট নিম্নলিখিত কথা লিপিবদ্ধ করেছেন:

> “১৮৪০–১৮৪৪ সাল থেকে প্রদত্ত সমস্ত বার্তা এখন জোরালোভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, কারণ অনেক লোক তাদের দিকনির্দেশনা হারিয়েছে। বার্তাগুলি সকল গির্জার কাছে পৌঁছাতে হবে।
>
> “খ্রীষ্ট বললেন, ‘ধন্য তোমাদের চক্ষু, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কর্ণ, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্য বলছি, অনেকে ভাববাদী ও ধার্মিক ব্যক্তি সেই সব বিষয় দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, যাহা তোমরা দেখিতেছ, কিন্তু দেখেন নাই; এবং সেই সব বিষয় শুনিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, যাহা তোমরা শুনিতেছ, কিন্তু শুনেন নাই’ [মথি ১৩:১৬, ১৭]। ধন্য সেই চক্ষুগুলি, যাহারা ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে দেখা বিষয়গুলি দেখিয়াছিল।”
>
> বার্তাটি দেওয়া হয়েছে। এবং বার্তাটি পুনর্বার দিতে বিলম্ব করা উচিত নয়, কারণ সময়ের লক্ষণসমূহ পূরণ হচ্ছে; সমাপনী কাজটি সম্পন্ন করতেই হবে। অল্প সময়ের মধ্যে একটি মহান কাজ সম্পন্ন হবে। ঈশ্বরের বিধানে খুব শীঘ্রই একটি বার্তা দেওয়া হবে, যা বিস্তার লাভ করে এক জোরালো আহ্বানে পরিণত হবে। তখন দানিয়েল তাঁর অংশে দাঁড়াবেন, তাঁর সাক্ষ্য দিতে।

> আমাদের গির্জাগুলোর মনোযোগ জাগিয়ে তুলতে হবে। আমরা বিশ্বের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ঘটনার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি, এবং শয়তান যেন ঈশ্বরের লোকেদের ওপর ক্ষমতা পেয়ে তাদেরকে নিদ্রায় নিমজ্জিত রাখতে না পারে। পোপতন্ত্র তার ক্ষমতার পূর্ণতায় প্রকাশ পাবে। এখন সবাইকে জেগে উঠে শাস্ত্রসমূহ অনুসন্ধান করতে হবে, কারণ শেষ সময়ে কী হবে তা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্তদের জানিয়ে দেবেন। প্রভুর বাক্য ক্ষমতার সঙ্গে তাঁর লোকেদের কাছে আসবে...
>
> আমাকে এমনটাই দেখানো হয়েছে—যে আমরা ঘুমিয়ে আছি, এবং আমাদের প্রতি তাঁর পরিদর্শনের সময়টি আমরা জানি না। কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নম্র করি, এবং পুরো হৃদয় দিয়ে তাঁকে সন্ধান করি, তাহলে আমরা তাঁকে খুঁজে পাব। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২১, ৪৩৬–৪৩৮।

খ্রিস্টের ইতিহাসে মসিহের বর্তমান সত্য বার্তা এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের বর্তমান সত্য বার্তার মাধ্যমে পূর্বরূপে চিত্রিত যে বার্তা, তা শেষ দিনের দিকে নির্দেশ করে, যখন মিলারাইট বার্তাটি পুনরাবৃত্ত হবে। ইতিহাসে যাদের 'দেখতে ও শুনতে' অক্ষম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তারা 'তাদের পরিদর্শনের সময়' জানে না। যখন ইসাইয়া পরবর্তী বৃষ্টির জাল বার্তার দূতদের প্রথম উল্লেখ করেন, যারা দেখে, তবু দেখে না, তখন তিনি এই পর্বটি কখন শুরু হয় তা চিহ্নিত করেন; সেই পর্ব সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইট বলছেন, 'ঈশ্বরের নির্ধারিত এক বার্তা, যা বড় হয়ে এক জোরালো আহ্বানে পরিণত হবে'। 'ঈশ্বরের নির্ধারণ' নির্দেশ করে একটি নির্দিষ্ট সময়কে, যখন বার্তাটি এসে পৌঁছাবে; এবং ইসাইয়ার বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পদে, ইসাইয়া সেই সময়টিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন।

> আর একজন আরেকজনকে ডেকে বলল, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সেনাবাহিনীর প্রভু; সারা পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ। ইশাইয়া ৬:৩।

সিস্টার হোয়াইট বলেন যে, ইসাইয়ার সেই অংশে যেখানে তিনি তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন যাদের চোখ আছে—দেখেও দেখে না—সেখানে যখন স্বর্গদূতেরা পরস্পরকে বলে ওঠেন, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র", তার পরিপূর্ণতা ঘটে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ।

> তাঁরা [দেবদূতেরা] যখন সেই ভবিষ্যৎ দর্শন করেন—যে সময় সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ হবে—তখন সুরেলা সঙ্গীতে বিজয়োল্লাসের স্তবধ্বনি একে অপরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়: 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র—সেনাবাহিনীর প্রভু।' তারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করাতেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত; আর তাঁর উপস্থিতিতে, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টির ছায়ায়, তারা আর কিছুই কামনা করে না। তাঁর স্বরূপ ধারণে, তাঁর সেবা ও উপাসনায়, তাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৬।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়া শুরু হয়েছিল, এবং অন্তিম বৃষ্টি ছিটিয়ে পড়তে শুরু করেছিল, আর দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি হতে থাকায় হাবাক্কূকের বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তখনই ইজেকিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী তার নিখুঁত পরিপূর্তি লাভ করেছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য আর বিলম্বিত হবে না, এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রত্যক্ষকারী প্রজন্মই পৃথিবী গ্রহের শেষ প্রজন্ম, কারণ অ্যাডভেন্টবাদের শেষকালের দর্শন ঘোষণা করে যে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনে অনুগ্রহকালের সমাপ্তি হবে। এই সত্যের দ্বিতীয় সাক্ষ্য পাওয়া যায় লূকের বইয়ের একুশ অধ্যায়ে।

> আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সবকিছু পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রজন্ম লুপ্ত হবে না। আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লুপ্ত হবে না। লূক ২১:৩২,

৩৩।

লূক রচিত সুসমাচারের ২১ অধ্যায়ে যীশু পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ প্রজন্মকে চিহ্নিত করেন। তিনি সদ্য খ্রিস্টাব্দ ৭০ সালে জেরুজালেমে ধ্বংস হওয়া থেকে শুরু করে মিলারাইট ইতিহাস পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসের একটি সারসংক্ষেপ দিয়েছেন। এরপর তিনি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে সরাসরি চিহ্নিত করার বর্ণনা থেকে সরে এসে এমন একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন, যা কেবল তাঁর উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে পুনরাবৃত্তি করে এবং তা বিস্তৃত করে। এইভাবে তিনি একই বর্ণনার দুটি অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রদান করেন, এবং উপসংহারে তিনি চিহ্নিত করেন যে এই ঘটনাগুলোর সাক্ষী হওয়া সেই “প্রজন্ম” তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত জীবিত থাকবে; ফলে প্রসঙ্গক্রমে তিনি সেই প্রজন্মকে চিহ্নিত করেন, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়ার ইতিহাসটি শেষ প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তারা মৃত্যুর স্বাদ পায় না, যদিও তারা আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত হওয়ার সময়ে বেঁচে থাকে।

> কিন্তু প্রভুর দিন রাত্রিতে চোরের ন্যায় আসবে; যেদিন আকাশসমূহ প্রবল শব্দে বিলীন হবে, আর উপাদানসমূহ তীব্র তাপে গলে যাবে, আর পৃথিবী ও তাতে থাকা কর্মসমূহ সবই দগ্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু এই সবই এভাবে বিলীন হবে, তবে সকল পবিত্র আচরণ ও ভক্তিতে তোমাদের কেমন ব্যক্তি হওয়া উচিত—ঈশ্বরের দিনের আগমন প্রত্যাশা করে এবং তার দিকে ত্বরান্বিত হয়ে—যেদিন আকাশসমূহ আগুনে জ্বলে বিলীন হবে, এবং উপাদানসমূহ তীব্র তাপে গলে যাবে? ২ পিতর ৩:১০-১২.

খ্রিস্টের রূপান্তরের ঘটনায় তাঁর দ্বিতীয় আগমন প্রতীকায়িত হয়েছিল।

> "রূপান্তরের পর্বতে মোশি পাপ ও মৃত্যুর ওপর খ্রিস্টের বিজয়ের সাক্ষী ছিলেন। তিনি ধার্মিকদের পুনরুত্থানে যারা কবর থেকে বেরিয়ে আসবেন তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এলিয়াহ, যিনি মৃত্যুর স্বাদ না নিয়ে স্বর্গে তোলা হয়েছিলেন, প্রতিনিধিত্ব করছিলেন তাঁদের, যারা খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় পৃথিবীতে জীবিত থাকবে, এবং যারা 'শেষ তূর্যধ্বনিতে, এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, পরিবর্তিত হবে;' যখন 'এই মরণশীলকে অমরতা পরিধান করতেই হবে,' এবং 'এই নশ্বরকে অনশ্বরতা পরিধান করতেই হবে।' 1 Corinthians 15:51-53। যীশু স্বর্গের আলোতে আবৃত ছিলেন, যেমন তিনি প্রকাশিত হবেন যখন তিনি আসবেন 'পাপ ব্যতিরেকে দ্বিতীয়বার, পরিত্রাণের জন্য।' কারণ তিনি আসবেন 'তাঁর পিতার মহিমায়, পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে।' Hebrews 9:28; Mark 8:38। ত্রাণকর্তার শিষ্যদের প্রতি প্রতিশ্রুতি এখন পূর্ণ হলো। সেই পর্বতে ভবিষ্যৎ মহিমার রাজ্যটি ক্ষুদ্রাকারে উপস্থাপিত হয়েছিল—খ্রিস্ট রাজা, মোশি পুনরুত্থিত সাধুদের প্রতিনিধি, এবং এলিয়াহ স্বর্গে তোলা-প্রাপ্তদের প্রতিনিধি।" The Desire of Ages, 421.

ইলিয়াহ, যিনি মারা যাননি, মৃত্যুহীন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করেন, আর মোশে প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের, যারা মারা যায়। শেষ দিনগুলোতে এই দুই শ্রেণি প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবং মহা জনসমষ্টি হিসেবে উপস্থাপিত হয়। প্রকাশিত বাক্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যখন পঞ্চম মোহর খোলা হয়, তখন অন্ধকার যুগে পোপতন্ত্রের হাতে নিহতদের শুভ্র বস্ত্র দেওয়া হয়।

> "'আর যখন তিনি পঞ্চম মোহর খুললেন, আমি বেদীর নীচে তাঁদের আত্মাগুলিকে দেখলাম, যারা ঈশ্বরের বাক্যের জন্য এবং যে সাক্ষ্য তাঁরা ধারণ করেছিলেন তার জন্য নিহত হয়েছিলেন; এবং তারা উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলল, কতদিন, হে প্রভু, পবিত্র ও সত্য, তুমি কি পৃথিবীতে বাসকারী তাদের উপর আমাদের রক্তের বিচার ও প্রতিশোধ কর না? এবং তাঁদের প্রত্যেককে শ্বেতবস্ত্র দেওয়া হল [তাঁদের শুচি ও পবিত্র বলে ঘোষিত করা হয়েছিল]; এবং তাঁদের বলা হল, তারা আরও কিছুকাল বিশ্রাম করুক, যতক্ষণ না তাঁদের সহদাসেরাও এবং তাঁদের ভাইয়েরাও, যারা তাঁদের মতোই হত্যা করা হবে, তাদের সংখ্যা পূর্ণ হয়' [প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১১]। এখানে যোহনকে এমন সব দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, যা বাস্তবে তখন ছিল না, কিন্তু ভবিষ্যতের এক সময়পর্বে যা হবে তাই ছিল।"
> ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২০, ১৯৭।

শহীদরা জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বর কবে তাদের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন। একজন শহীদ নিহত হওয়ার আগেই যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখেন, কারণ সেই বিশ্বাসেরই প্রকাশ পোপতন্ত্রকে তাকে হত্যা করতে প্ররোচিত করে। সাদা পোশাক খ্রিষ্টের ধার্মিকতাকে নির্দেশ করে, কিন্তু যাদের হত্যা করা হয়েছে, সেই আত্মাগুলিকে যে সাদা পোশাক দেওয়া হয়েছিল, তা তাদের শহীদ হওয়ার পরেই দেওয়া হয়েছিল। এই পোশাকগুলি শহীদত্বের প্রতীক; কেবল খ্রিষ্টের ধার্মিকতার নয়। একজন শহীদ নিহত হওয়ার আগেই খ্রিষ্টের ধার্মিকতার পোশাক ধারণ করে। প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ের বিশাল জনসমষ্টিকে সাদা পোশাক দেওয়া হয়েছে; এভাবে তারা আসন্ন রবিবার-আইনজনিত রক্তস্নানের সময় যারা মারা যাবে, তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে এলিয়াহ দ্বারা, আর প্রভুতে যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদেরকে মোশি দ্বারা, রূপান্তর পর্বতে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হল সেই প্রজন্ম যারা মারা যায় না, এবং তারাই সেই প্রজন্ম যাদের কথা খ্রিস্ট লূক অধ্যায় একুশে বলেছেন, যারা আকাশ ও পৃথিবী বিলীন হয়ে গেলে জীবিত থাকবে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> আবেলের হত্যা ছিল সেই শত্রুতার প্রথম উদাহরণ, যা ঈশ্বর ঘোষণা করেছিলেন যে সাপ ও নারীর বংশের মধ্যে—অর্থাৎ শয়তান ও তার অনুগামীদের সঙ্গে খ্রিস্ট ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে—বিদ্যমান থাকবে। মানুষের পাপের মাধ্যমে শয়তান মানবজাতির উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু খ্রিস্ট মানুষকে তার জোয়াল ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম করবেন। যখনই ঈশ্বরের মেষশিশুতে বিশ্বাসের দ্বারা কোনো আত্মা পাপের দাসত্ব ত্যাগ করে, শয়তানের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়। আবেলের পবিত্র জীবন সাক্ষ্য দিয়েছিল—মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করা অসম্ভব—এই শয়তানের দাবির বিরুদ্ধে। দুষ্টজনের আত্মা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যখন কাইন দেখল যে সে আবেলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, সে এতই ক্রুদ্ধ হলো যে তার প্রাণ কেড়ে নিল। আর যেখানে যেখানে ঈশ্বরের ব্যবস্থার ধার্মিকতার সমর্থনে দাঁড়াতে কেউ থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে একই আত্মা প্রকাশ পাবে। এই সেই আত্মা, যা যুগে যুগে খ্রিস্টের শিষ্যদের জন্য শাস্তির খুঁটি দাঁড় করিয়েছে এবং জ্বলন্ত চিতা প্রজ্বলিত করেছে। কিন্তু যীশুর অনুসারীর ওপর যে নিষ্ঠুরতাগুলি চাপানো হয়, সেগুলো শয়তান ও তার বাহিনীর প্ররোচনায়, কারণ তারা তাকে তাদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে নত হতে বাধ্য করতে পারে না। এটি পরাজিত শত্রুর উন্মত্ত ক্রোধ। যীশুর প্রত্যেক শহীদই বিজয়ী হয়ে প্রাণ দিয়েছেন। ভবিষ্যদ্বক্তা বলেন, "তারা মেষশিশুর রক্ত এবং তাদের সাক্ষ্যের কথার দ্বারা তাকে ['সে সেই প্রাচীন

সাপ, যাকে শয়তান ও সাতান বলা হয়’] পরাস্ত করছে; এবং তারা মৃত্যুর পর্যন্তও তাদের প্রাণকে ভালোবাসেনি।” প্রকাশিত বাক্য ১২:১১, ৯। পিতৃপুরুষ ও ভাববাদীগণ, ৭৭।